তারিখ 28 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

যুগান্তর

বিমল সরকার

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কী করলেন আর কী বললেন!

স্বাধীন হওয়ার পর অন্য অনেক কিছুর মতোই আমাদের দেশে ক্রমে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের বেতন-ভাতার সঙ্গে প্রতিদিন 'মধ্যাহ্ন ভোজন ভর্তুকি' নামে একটি ভাতা পেয়ে থাকেন। সত্তরের দশকে এর পরিমাণ ছিল ৩ টাকা। আশির দশকে এর পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয় প্রথমে ৭ ও পরে ১০ টাকা। এভাবে দিনে দিনে ওই ভাতার পরিমাণ ১৩, ১৬, ২৪, ৩৬, ৭৫ এবং ১৫০ টাকায় উন্নীত হয়। সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ সব সরকারি ব্যাংকে কর্মরত পিয়ন-দারোয়ান থেকে শুরু করে একেবারে সিইও (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) পর্যন্ত সব স্তরের ব্যাংককর্মীই একই হারে প্রতিদিন এ ভাতা উত্তোলন করেন। ব্যাংককর্মীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এমনকি কখনো কখনো রাত পর্যন্ত অফিসে বসে যে পরিমাণ পরিশ্রম করেন সে তুলনায় ওই ভাতা তেমন কিছুই নয়। তবে এ ভাতা কত টাকা থেকে শুরু হয়ে গত ৩০-৩৫ বছরে কী পরিমাণে এসে পৌঁছেছে এবং সময় সময় কী হারে বা কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সে খবর হিসাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া আর ক'জনই বা জানেন। ১৯৮৪ সালে বাজারে এক সের (লিটার) দুধের দাম ছিল ৫ টাকা। ঘিয়ের দাম ছিল ২০০ টাকা। এখন দুধ ৬০ টাকা এবং ঘি এক হাজার ২০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। শুঁটকির সঙ্গে পরিচয় নেই কিংবা জীবনে কখনো তা খাননি এমন বাঙালি বোধকরি একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুঁটিমাছকে শুকিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কিছুদিনের জন্য মাটির নিচে পুঁতে রেখে চেপা তৈরি করা হয়। চেপাকে স্থানভেদে সিদলও বলা হয়। পাকিস্তান আমলে হাইস্কুলে আমাদের হেড স্যার বদরুদ্দোজাকে মাঝে মাঝেই বলতে শুনেছি, রবি ... যাও, বাজার থেকে দুই আনার (দশমিক ১২ পয়সা) শাইদুল্লাবাহার নিয়ে এস। রবি অর্থাৎ দপ্তরি রবি চাচা। চেপা বা সিদলকে হেড স্যার শাইদুল্লাবাহার বলতেন। চেপা গরিবের খাবার বলে পরিচিত। ধনী আর শিক্ষিতরা কখনো কখনো শখ করে চেপা খান। অনেকে আবার চেপা বা শুঁটকির কথা শুনে নাক সিঁটকান। সেসব 'ভদ্রলোকদের' কথা আলাদা। ১৯৮৪ সালে বাজারে এক কেজি চেপার দাম ছিল ৪০ টাকা। রুইমাছের কেজি ৪০ টাকা, একটি প্রমাণ সাইজের ইলিশেরও দাম ছিল ৪০ টাকা তখন। ৫-৬০ টাকায় একটি ভালো লুঙ্গি কেনা যেত। ২৮ বছর পর ২০১৩ সালের শুরুতে বাজারে কোন জিনিসটির দাম কত তা কাউকেই স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি কেবল একটি কথাই এখানে উল্লেখ করতে চাই, বাজারে এখন এক কেজি চেপা বা সিদলের দাম কমপক্ষে এক হাজার টাকা। গৌরচন্দ্রিকা বোধকরি বড় হয়ে যাচ্ছে। এবার আসল কথায় আসা যাক।

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবন অন্য অনেকের তুলনায় অনেকটাই স্বতন্ত্র ও বেশ গৌরবোজ্জ্বল। তার মতো ব্যক্তি মহাজোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হওয়ায় শিক্ষক সমাজসহ সচেতন দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার হয় এই ভেবে যে, তার নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও নির্দেশনায় এবার শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দেশ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। গত ৪ বছরে বেশ কিছু ইতিবাচক কাজে তিনি হাত দিয়েছেন এবং অনেকাংশে সাফল্যও পেয়েছেন। এর একটি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০। তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দেশে এবং বিদেশে নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয় তাকে। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব। কথাটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক অবদান আছে।

দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেকদিন, অনেকবার শিক্ষামন্ত্রী বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে শিক্ষকদের জাতি গঠনের কারিগর বলে অভিহিত করে তাদের জন্য 'স্বতন্ত্র বেতন স্কেল' বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধির ঘোষণাটি ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণায় বাড়িভাড়া 'পাঁচ গুণ' ও চিকিৎসাভাতা 'দ্বিগুণ' করার কথা উল্লেখ করে গণমাধ্যমগুলোতে উল্লাসভরে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বৈপ্লবিক একটা কিছু করে ফেলেছে! শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য এমনটিই দাবি করেছেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে 'ঐতিহাসিক' ও 'যুগান্তকারী' বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন, 'অতীতে কোন সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের এত সুবিধা দেয়নি।' শিক্ষকরা মন্ত্রীর মুখ থেকে এসব মন্তব্য শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। তাদের ভাষায়— এমন অদূরদর্শী, অপরিপক্ব এবং দায়িত্বহীন বক্তব্য নূরুল ইসলাম নাহিদের মতো ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত হবে সেটা কেউ আশা করেনি। ১৯৮৪ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য চালু করা চিকিৎসা ভাতা ও প্রচলিত হারে একটি ইনক্রিমেন্ট বাবদ সরকারি কর্মচারীদের মতোই সমপরিমাণ অর্থ শিক্ষক-কর্মচারীরা পেয়ে এলেও এরশাদ সরকারের আমলে (১৯৮৩-১৯৯০) ও খালেদা জিয়া সরকারের আমলে (১৯৯১-১৯৯৬) প্রথাতীতভাবে ওই নীতি অনুসরণ করা হলেও গত 'শিক্ষাবান্ধব' আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়।

বলা প্রয়োজন, বেসরকারি শিক্ষকদের আগে সরকার কোন বেতন দিত না। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাদের বেতন স্কেলের ৫০ ভাগ অর্থ সরকারি কোষাগার থেকে দেয়ার বন্দোবস্ত করেন। এরশাদ ১৯৮৪ সালে তাদের জন্য যার যার স্কেল অনুযায়ী প্রচলিত হারে একটি ইনক্রিমেন্ট (সরকারি চাকুরেদের অনুরূপ) ও প্রচলিত হারে চিকিৎসাভাতা (সরকারি চাকুরেদের অনুরূপ) চালু করেন। তাছাড়া শিক্ষক-কর্মচারীরা পান অধ্যক্ষ থেকে পিয়ন পর্যন্ত প্রত্যেকে ১০০ টাকা বাড়িভাড়া। ১৯৮৫ সালে যখন নতুন বেতন স্কেল দেয়া হল তখন বেসরকারি শিক্ষকদেরও বেতন স্কেল, ইনক্রিমেন্ট এবং চিকিৎসাভাতা সরকারি চাকুরেদের মতোই নবায়ন হয়ে যায়। খালেদা জিয়ার সরকার ১৯৯২ সালে বেতন স্কেল ঘোষণা করলে তখনো তাদের স্কেল, ইনক্রিমেন্ট এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও হোসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাদের কারো অবদানকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। জিয়াউর রহমান শিক্ষকদের স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করে ৫০ ভাগ অর্থ দেয়া শুরু করেন। এরশাদ ইনক্রিমেন্ট ও মেডিকেলভাতা চালু করে এবং বেতনের অংশ বাড়িয়ে ৭০ ভাগে উন্নীত করেন। খালেদা জিয়া (১৯৯১-১৯৯৬) আরও বাড়িয়ে তা ৮০ ভাগ করেন। শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১) আরও দশ ভাগ বাড়ালে তা দাঁড়ায় ৯০ ভাগে। সর্বশেষ খালেদা জিয়া আবার সরকার গঠন করে (২০০১-২০০৬) সব ভগ্নাংশ উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের স্কেলের ১০০ ভাগ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা তো করেনই, উপরন্তু তাদের জন্য উৎসব বোনাস (আংশিক) এবং অবসরভাতা চালু করেন। এ পরিস্থিতিতে আর কেউ জানুক বা না জানুক, বেসরকারি শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কোন সরকারের কতটুকু অবদান তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী এবং সচেতন দেশবাসী সবারই জানার কথা।

উদাহরণ দিয়ে একটি কথা এখানে খুবই স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে। একজন নবীন প্রভাষক কলেজে যোগদান করে ইনক্রিমেন্ট হিসেবে ১২৫ টাকা এবং চিকিৎসাভাতা হিসেবে ১৫০ টাকা মোট ২৭৫ টাকা পাচ্ছেন। এর সঙ্গে যোগ হবে বাড়িভাড়া ১০০ টাকা। অর্থাৎ ৩৭৫ টাকা। শিক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী তার ভাতাদি হবে ৯২৫ টাকা (বাড়িভাড়া ৫০০+ চিকিৎসা ভাতা ৩০০+ ইনক্রিমেন্ট ১২৫)। অথচ বাড়িভাড়া এক টাকাও না বাড়িয়ে কেবল নতুন স্কেলে ইনক্রিমেন্ট এবং চিকিৎসা ভাতা দেয়া হলে (যা বিগত আওয়ামী লীগ আমল থেকে শিক্ষকরা বঞ্চিত) ওই প্রভাষকের ভাতাদি হয় ১২৯০ টাকা (বাড়িভাড়া ১০০+ চিকিৎসা ভাতা ৭০০+ ইনক্রিমেন্ট ৪৯০)। তাহলে পাঁচগুণ বাড়িভাড়ার কী প্রয়োজন! এসবকেই মন্ত্রী বলছেন 'ঐতিহাসিক', 'যুগান্তকারী' 'পাঁচগুণ বাড়িভাড়া বৃদ্ধি' ইত্যাদি। বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া যে ১০০ টাকা সে কথা জানার বোধকরি কেউই বাকি নেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত হবে যথাশিগগির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সচল করার চেষ্টা করা। তা করতে হলে মান-অভিমান ভুলে, ...

২

P.T.O